দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খলজি বিপ্লব ও তার গুরুত্ব (Khalji Revolution and its Importance) ঃ

পটভূমি

গজনির সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরির সেনাবাহিনীতে প্রচুর খলজি যোগ দেয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জনৈক খলজি সেনা আহত মহম্মদ ঘুরির প্রাণরক্ষা করে। তাঁর অন্যতম অনুচর ও সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা-বিহার জয় করেন এবং বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় মোঙ্গল আক্রমণের ফলে খলজিরা দলে দলে আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসতে থাকে এবং মামেলুক সুলতানদের অধীনে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়। তুর্কি বংশোদ্ভূত মামেলুক সুলতানরা অ-তুর্কিদের ঘৃণার চোখে দেখত। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই যুগে অ-তুর্কিদের উন্নতির কোনও আশা ছিল না। অ-তুর্কিরা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখত। এর ফলে তুর্কি ও অ-তুর্কিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বলবনের মৃত্যুর পর তুর্কি প্রাধান্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কায়কোবাদ সামানার শাসনকর্তা ও খলজি গোষ্ঠীর নেতা জালালউদ্দিন খলজিকে *'উজির-ই-মামলিকৎ'* পদে নিয়োগ করলে তুর্কি এবং অ-তুর্কিদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্রতর রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালালউদ্দিন শিশু সম্রাট কায়ুমার্স-কে হত্যা করে নিজে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। এর ফলে দাসবংশের পতন হয় এবং খলজি বংশ সিংহাসনে বসে। ***ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠী, ডঃ কে. এস. লাল*** প্রমুখ ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে *'খলজি বিপ্লব'* বলে অভিহিত করেছেন।

গুরুত্ব

ভারতের মধ্য যুগের ইতিহাসে খলজি বিপ্লব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জালালউদ্দিন খলজির দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ কেবলমাত্র একটি রাজবংশের স্থলে অন্য একটি রাজবংশের ক্ষমতালাভ নয়—এই ঘটনা সুলতানি শাসনের ইতিহাসে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। (১) এই বিপ্লবের ফলে দিল্লির শাসনব্যবস্থায় ইলবারি তুর্কিদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং হিন্দুস্তানি মুসলিমদের উত্থান হয়। এই যুগে আফগান ও অন্যান্য ভারতীয় মুসলিমদের *'হিন্দুস্তানি মুসলমান'* বলা হত। (২) জালালউদ্দিনের সিংহাসন-লাভ এ কথা প্রমাণ যে, সিংহাসনের সার্বভৌম অধিকার বিশেষ কোনও সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর একচেটিয়া নয়—যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি এই অধিকার লাভ করতে পারে। (৩) খলজিরা অস্ত্রবলের

মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে এবং অস্ত্রবলের মাধ্যমেই তা রক্ষা করে। ক্ষমতা বজায় রাখতে গিয়ে তারা কখনোই জনসাধারণ, উলেমা বা অভিজাতদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে নি। তারা প্রমাণ করে যে জনসাধারণ, উলেমা বা অভিজাতরা নয়—ক্ষমতা লাভ এবং তা বজায় রাখতে গেলে অস্ত্রই শেষ কথা। (৪) খলজি বিপ্লবের ফলে শাসকগোষ্ঠী অনেকখানি সম্প্রসারিত হয়। এতদিন তুর্কিরাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর সব। খলজিরা ক্ষমতায় এসে তুর্কি, তাজিক, ভারতীয় মুসলমান, হিন্দু—সকলকে শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে। (৫) খলজি বিপ্লব হল তুর্কিদের বিরুদ্ধে অ-তুর্কিদের প্রতিবাদ। তুর্কিরা শাসন, আইন—সব কিছুর জন্য গজনি ও ঘুরের দিকে তাকাত। ভারতীয় মুসলমানরা তাকাত দিল্লির দিকে, বিদেশি কোনও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল না। (৬) ডঃ *হাবিবউল্লাহ* বলেন যে, জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজির সিংহাসন-লাভ কেবলমাত্র একটি রাজবংশের পরিবর্তন নয়—এটি একটি যুগের অবসান ("……it meant the end of an age.")। এই ঘটনার ফলে ভারতে মুসলিম প্রভুত্বের সম্প্রসারণ হয়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। (ক) খলজিদের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সুলতানি শাসনের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হয়। আলাউদ্দিন খলজির প্রচেষ্টায় দিল্লির সুলতানি রাজ্য একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। (খ) এই যুগেই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (গ) আলাউদ্দিন খলজি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যথার্থ আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। (ঘ) এই যুগে আলাউদ্দিন খলজি বেশ কিছু পরীক্ষামূলক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এগুলির মধ্যে স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন, বাজারদর নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, গণিকাবৃত্তি ও সতীপ্রথা বিরোধী আইন প্রবর্তন, মদ্যপান-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। (ঙ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুরু হয় এক গৌরবময় যুগের। আমির খসরু, শেখ নিজামউদ্দিন প্রমুখ যুগন্ধর ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে। শিল্পকলাও এক নতুন যুগে প্রবেশ করে।

এক কথায় বলা যায় যে, খলজি বিপ্লব ভারত ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করে।